ইউনিট ৫ দেবদেবী

ভূমিকা

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন আকার ধারণ করতে পারেন। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর গুণেরও শেষ নেই। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবের কল্যাণে বা তাঁর কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেকে কোন বিশেষ আকারে বা রূপে প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের এই বিশেষ রূপে বা আকারে প্রকাশকে দেবতা বলা হয়। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, গণেশ প্রভৃতি হচ্ছেন দেব। দুর্গা, মনসা, সরস্বতী দেবী। এই দেব-দেবীরা বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী। যেমন- বিষ্ণু আমাদের পালন করেন, দেবী দুর্গা আমাদের শক্তি দেন। ভক্ত বিশেষ বিশেষ সকল গুণ বা ক্ষমতা লাভের জন্য দেবদেবীর পূজা করে। পূজা করে দেব-দেবী ও ঈশ্বরের তুষ্টি ও তাঁদের কৃপা লাভের জন্য। ঈশ্বর তুষ্ট হয়ে ভক্তকে অর্থ, সুখ, শান্তি দান করেন। ভক্ত কোন কোন দেব-দেবীর নিত্য পূজা করে। যেমন- বিষ্ণু, শিব, কালী। আবার কোন কোন দেবদেবী বিশেষ বিশেষ তিথি বা উপলক্ষে পূজিত হন। যেমন- কার্তিক, সরস্বতী ইত্যাদি।

*হিন্দু ধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদকে কেন্দ্র করে '**পুরাণ**' নামক ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে। বেদ ও পুরাণে নানান দেবদেবীর আকার বা রূপ, গুণ, সমাজে এঁদের প্রভাব ও এঁদের উপাসনা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। বেদ ও পুরাণে উল্লেখ নেই এমন বহু দেবদেবীও পূজা পেয়ে আসছেন বহুকাল ধরে। এভাবে আমরা তিন ধরনের দেবদেবীর পরিচয় পাই-*

১. ***বৈদিক দেবদেবী**, যেমন অগ্নি, ইন্দ্র, ঊষা।*
২. ***পৌরাণিক দেবদেবী**, যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুর্গা।*
৩. ***লৌকিক দেবদেবী** যেমন মনসা, শীতলা।*

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট তিনটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছেঃ

পাঠ- ৫.১: বৈদিক দেবদেবীর পরিচয়
পাঠ- ৫.২: ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব
পাঠ- ৫.৩: দুর্গা, গনেশ ও মনসা

পাঠ ৫.১ বৈদিক দেবদেবীর পরিচয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বৈদিক দেবদেবীর পরিচয় বলতে পারবেন।
- অগ্নি, ইন্দ্র, ঊষা প্রমুখ বৈদিক দেবদেবী সম্পর্কে বলতে পারবেন।

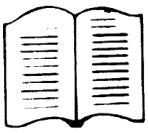

বেদে দেবদেবীদেরকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

ক. স্বর্গের দেবদেবী।
খ. অন্তরীক্ষলোকের দেবদেবী।
গ. মর্ত্যের দেবদেবী।

বৈদিক দেবদেবীদের কোন মূর্তি নেই। এঁদের মূর্তি বানানোও হয় না। বৈদিক মন্ত্রে প্রতিটি দেবদেবীর রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

স্বর্গের দেবদেবীর ক্ষমতাই শুধু বোঝা যায়। তাঁরা অমর্ত্যধামেই থাকেন। অর্থাৎ মর্ত্যলোকে বা পৃথিবীতে আসেন না। সূর্য, যম বরুণ স্বর্গের দেবতা।

অন্তরীক্ষলোকের দেবতারা পৃথিবীতে আগমন করেন, কিন্তু থাকেন না। যেমন- ইন্দ্র, পবন ইত্যাদি। মর্ত্যের দেব-দেবীরা পৃথিবীতে অবতরণ করেন, অবস্থান করেন এবং তাঁদের আমরা দেখতে পাই। যেমন- অগ্নি। আমরা অগ্নিকে দেখতে পাই। অগ্নিদেব পৃথিবীতে থেকে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করেন।

বৈদিক দেবদেবীদের মধ্যে অগ্নিদেব, ইন্দ্রদেব ও ঊষা- এই তিনজন দেবদেবীর আলোচনা করা হচ্ছে।

অগ্নি

ঋগ্‌বেদে বর্ণিত প্রধান দেবতাদের মধ্যে অগ্নি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। অগ্নি পৃথিবীরই দেবতা। পৃথিবীতে সবসময় থাকেন। অগ্নিদেবের প্রজ্বলন করা আগুনে ঘৃত, পিঠা, পায়েস, মাংস ইত্যাদি ভাল ভাল জিনিস উৎসর্গ করে অগ্নির মাধ্যমেই অন্য দেবতাদের বা দেবীদেরকে নিবেদন করা হয় এবং তাঁদের আহবান জানানো হয়। এ জন্য অগ্নিকে দেবদেবীদের মুখ বলা হয়। কারণ অগ্নিমুখে দেবতাগণ ভোজন করেন।

কারণ অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের কাছে যে সকল জিনিস উৎসর্গ করা হয় দেবতারা তা ভোজন করেন। অগ্নিকে অন্যান্য বৈদিক দেবতাদের দূতও বলা হয়ে থাকে। যেহেতু অগ্নি যজ্ঞকারীর উৎসর্গীকৃত খাদ্য দেবদেবীর কাছে সরবরাহ করেন। অগ্নিই যজ্ঞের অবলম্বন। অগ্নি যজ্ঞকারী পুরোহিত বলেও বেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

অগ্নি প্রজ্বলিত করে, বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের আহবান জানানো, তাঁদের করুণা প্রার্থনা করা, শ্রদ্ধা জানানো ও প্রিয় জিনিস উৎসর্গ করা প্রভৃতি আচার ও অনুষ্ঠানকে যজ্ঞ বলা হয়। বৈদিক যুগে যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের উপাসনা করা হতো। এই যজ্ঞের প্রধান উপকরণ আগুন। আগুনের উৎস অগ্নিদেবতা। যদিও এর কোন মূর্তি নেই।

ঊষা

বেদে দেবতাদের তুলনায় দেবীর উল্লেখ অনেক কম। বৈদিক দেবীদের মধ্যে ঊষা অন্যতমা। নিশাবসানে প্রত্যূষে সূর্য ওঠার ঠিক পূর্বমুহূর্তে অরুণরাগে রাঙা যে অপূর্ব মনোহর বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকেই বলা হয় ঊষা।

দেবী ঊষা পৃথিবী থেকে অন্ধকার দূর করেন এবং আলোর দ্যুতিময় জগতের সাথে জীবজগৎকে পরিচয় করিয়ে দেন। দেবী ঊষার শুভাগমনে প্রকৃতিতে কর্মচাঞ্চল্য জাগে। সবাই সক্রিয় দিন-পরিক্রমা শুরু করে। দীপ্তিমতী ঊষা মর্ত্যে আসেন রথে চড়ে।

ঊষাকালের অধিষ্টাত্রী দেবী ঊষার কাছে বৈদিক ঋষি-কবির প্রার্থনা:

‘হে দেবদুহিতা ঊষা,
আমাদের ধন দান করে প্রভাত কর।

হে বিভাবরী,
আমাদের অন্ন দান করে প্রভাত কর।
হে দেবী,
দানশীলা হয়ে ধন দান করে আমাদের প্রভাত কর।’

ইন্দ্র

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। ইন্দ্র বীর্যবান। তাঁর শৌর্যের মহিমা অদ্বিতীয়। অসাধারণ করিৎকর্মা এই দেবতা। অপূর্ব তাঁর দেহসৌষ্ঠব। ইন্দ্রের দেহের বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মতো। সুতীব্র উন্নত তাঁর নাসা। তিনি দেবদেবীকুলের নেতা। তিনি মহাবীর। বীরত্বের মাধ্যমে তিনি দেবদেবীকুলের নেতার আসন জয় করেছেন। তিনি বহু দানব হত্যা করেছেন। নিহত দৈত্যদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো বৃত্র ও শম্বর।

ইন্দ্র মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ ও বজ্র উৎপাদন করেন। তিনি বৃষ্টিদাতা। তিনি পৃথিবীর জলের উৎস। ইন্দ্রের অস্ত্রই হলো বজ্র। দেবাধিরাজ ইন্দ্র বজ্রপাত করেই শত্রু নিধন করেন।

সারাংশ

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর নিরাকার। জীবজগতের কল্যাণে তাঁর আকার রূপে প্রকাশকে দেবদেবী বলা হয়। কোন কোন দেবদেবী নিত্য পূজা পান। কেউ পূজা পান বিশেষ তিথিতে। পুরাণে তিন ধরনের দেবদেবীর পরিচয় রয়েছে: (১) বৈদিক, যথা- অগ্নি, ঊষা, (২) পৌরাণিক, যথা- বিষ্ণু, দুর্গা ও (৩) লৌকিক, যথা- মনসা, শীতলা।
বৈদিক দেবতাকুলের মধ্যে অগ্নি অন্যতম। অগ্নিদেবের প্রজ্জ্বলিত আগুনে যজ্ঞ হয়। অগ্নির মাধ্যমেই অন্য দেবতাদের আহবান জানানো হয়। ঊষা জগতের অন্ধকার দূর করে জীব সকলকে আলোর সন্ধান দেন। প্রত্যূষে ঊষার আগমনে প্রকৃতিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ইন্দ্র দেবতাদের নেতা। তিনি মেঘে বিদ্যুৎ ও বজ্র উৎপাদন করেন। ইন্দ্র পৃথিবীতে বৃষ্টির মাধ্যমে জল প্রেরণ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. দেবদেবী কয় ধরনের?
ক. এক,
খ. দুই
গ. তিন,
ঘ. চার।

২. সূর্য কোন্ শ্রেণির দেবতা?
ক. মর্তের
খ. অমর্ত্যধামের
গ. অন্তীক্ষলোকের
ঘ. সমুদ্রের।

৩. অগ্নিকে দেবদেবীর কি বলা হয়?
ক. সখা
খ. শত্রু
গ. মুখ
ঘ. রক্ষাকর্তা।

৪. ইন্দ্র কি অস্ত্রের সাহায্যে শত্রু নিধন করেন?
ক. বজ্র
খ. তীর
গ. বিদ্যুৎ
ঘ. খড়্গ।

পাঠ ৫.২ পৌরাণিক দেবদেবী: ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পৌরাণিক দেবদেবীর পরিচয় বলতে পারবেন।
- ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

পুরাণে বর্ণিত দেবদেবীকে পৌরাণিক দেবদেবী বলা হয়। বেদকে কেন্দ্র করেই পুরাণ রচিত হয়েছিল। পৌরাণিক যুগে দেবদেবীর বিগ্রহ বা প্রতিমা নির্মাণ করে পূজার প্রচলন হয়। বর্তমানে অনেক দেবদেবীর রূপে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আবার অনেক নূতন দেবদেবীর পূজাও প্রচলিত হয়েছে।

মন্ত্র যে ভাবে দেবদেবীর রূপ কল্পনা করা হয়েছিল, বিগ্রহও ঠিক সেই রূপে নির্মিত হয়ে আসছে। পৌরাণিক যুগে মন্দির নির্মাণ করে তাতে দেবদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীকে পত্র-পুষ্পের অঞ্জলি ও ভোগারতি দিয়ে শঙ্খ ঘন্টা, ও অন্যান্য বাজনা বাজিয়ে পূজা করা হয়। এখনও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিব, লক্ষ্মী, কালী, বিষ্ণু প্রভৃতির নিত্য পুজা হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে পুজা হয় ব্রহ্মা, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর।

অবশ্য প্রতিদিন যে সকল দেবদেবীর পূজা হয়, বিশেষ তিথিতে তাঁদেরও অনেকের পূজা হয়। যেমন বিষ্ণু, গণেশ, শিব। খুবই সীমিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্থানীয়ভাবে যে সব লৌকিক দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে তাঁরাও পৌরাণিক দেবদেবী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মনসা, শীতলা, দক্ষিণারায় প্রভৃতি স্থানীয় লৌকিক দেবতার পূজা বিশেষ তিথিতে বা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা এই পর্যায়ে প্রধান তিন পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সম্পর্কে আলোচনা করব।

ব্রহ্মা

ব্রহ্মার পরিচয়: ব্রহ্মাকে সৃষ্টির দেবতা বলা হয়। ঈশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টির ক্ষমতাদান করেছেন। ব্রহ্মা এই বিশ্ব ও বিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বকে ব্রহ্মাণ্ডও বলা হয়। ব্রহ্মা অণ্ড বা ডিমের আকারে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন বলে এর নাম ব্রহ্মাণ্ড।

চিত্র ৩: ব্রহ্মা

ব্রহ্মার রূপ: ব্রহ্মার চারটি মুখ। গায়ের বর্ণ দুধে-আলতা বা লালচে

ফর্সা। ব্রহ্মার দেহে হাতের সংখ্যা চার। ডান পাশের দুই হাতের একটিতে ঘি-ঢালার চামচ ও অন হাতে অক্ষমালা। অক্ষমালা অর্থ রুদ্রাক্ষ দিয়ে গাঁথা মালা। এই মালা দিয়ে ঈশ্বরের নাম জপ করা হয়। এই মালাকে জপমালাও বলা হয়। বাম পাশের দুই হাতের একটিতে কমণ্ডলু ও অন্যটিতে ঘৃতপাত্র। কমণ্ডলু জলপাত্র বিশেষ। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা সাধকেরা তা ব্যবহার করেন। ব্রহ্মার চোখ দুটো খুব সুন্দর। অঙ্গসমূহ সুদৃঢ়। ব্রহ্মার বাহন হলো হাঁস। লাল পদ্মের উপরও তিনি উপবিষ্ট থাকেন।

ব্রহ্মা পূজা: ব্রহ্মা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আসেন। ব্রহ্মা পূজার নির্দিষ্ট তারিখ নেই। দুর্গাপূজা ও সরস্বতীপূজার মতো বিশেষ তিথি ও দিনে ব্রহ্মার পূজা হয়। শাস্ত্রে আছে, দেবতারা মাঝে মাঝে অদৃশ্যভাবে পৃথিবীতে আসেন ও অবস্থান করেন। ব্রহ্মাও মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আসেন। জ্যোতিষশাস্ত্র গবেষণা করে ব্রহ্মার পৃথিবীতে আসার দিন ক্ষণ জানা যায়। সেই দিনই পূজার আয়োজন হয়। ব্রহ্মার প্রিয় লাল ফুল। ব্রহ্মা পূজায় ঢাক বাজানো নিষিদ্ধ। ভারতে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মা পূজা হয়।

ব্রহ্মার অন্যান্য কৃতিত্ব: পুরাণে ব্রহ্মার অনেক কল্যাণকর কাজের বর্ণনা আছে। দেবদেবীরা নানান বিষয়ে পরামর্শের জন্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। বিশ্ব সৃষ্টি ছাড়াও ব্রহ্মা জ্যোতিষশাস্ত্র, নাট্যশিল্প ও বাস্তুশাস্ত্রের প্রবক্তা।

বিষ্ণু

বিষ্ণুর পরিচয়: ঈশ্বর সৃষ্টির যাবতীয় কিছু পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিষ্ণুর রূপ ধারণ করেছেন। বিষ্ণু সৃষ্টির পালক। বেদে বিষ্ণু দেবতার উল্লেখ আছে। বেদ বলছেন, বিষ্ণু পার্থিবলোক পরিমাপ করেন। পুরাণে বলা হয়েছে বিষ্ণু সৃষ্টির পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। বিষ্ণুর অনেক নাম। যেমন, নারায়ণ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, ত্রিবিক্রম ইত্যাদি।

চিত্র ৪: বিষ্ণু

বিষ্ণুর রূপ

বেদে বলা হয়েছে বিষ্ণুর বপু বিশাল এবং তিনি চিরতরুণ। পুরাণে বিষ্ণুর রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁর দেহের বর্ণ চাঁদের আলোর মতো রূপালি। বিষ্ণুর দেহে হাতের সংখ্যা চার। চার হাতে চারটি উপকরণ। উপরের বাম হাতে রয়েছে শঙ্খ। এই শঙ্খকে "পাঞ্চজন্য" বলা হয়। কথিত আছে পাঁচটি অসুরের অস্থি দিয়ে এই বিশেষ শঙ্খটি নির্মিত। উপরের ডান

দিকের হাতে থাকে চক্র। বিষ্ণুর এই বিশেষ চক্রের নাম 'সুদর্শন চক্র'। এটি দেখতে সুন্দর এবং এটি তাঁর অস্ত্র। নিচের দিকের বাম হাতে গদা আর ডান হাতে পদ্ম থাকে। বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি। পুরাণ মতে, বিষ্ণুর বাসস্থান হল বৈকুণ্ঠধাম।

বিষ্ণু পূজা: যে কোন দেবদেবীর পূজার সময় পাঁচজন দেবদেবীর পূজা অবশ্যই করতে হয়। এঁরা হলেন, শিব, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য ও জয়দুর্গা। বিষ্ণু পাঁচ দেবতার অন্যতম। যেহেতু সকল দেবদেবীর পূজাকালে বিষ্ণু পূজা করা হয় সেহেতু বিষ্ণু পূজার নিদিষ্ট কোন তিথি বা দিন নেই। যে-কোন-দিন বিষ্ণুর পূজা করা যায়। বিষ্ণুর উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব।

বিষ্ণুর কৃতিত্ব ও প্রভাব: বিষ্ণু দেবদেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবদেবীরা বিপদে পড়লে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য বিষ্ণু পৃথিবীতে বহুবার অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। পুরাণে তাঁর নানা অবতারের কথা বলা হয়েছে। যেমন মৎস, কূর্ম, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম ইত্যাদি। মধু ও কৈটভ, হিরণকশিপু, শিশুপাল, কংস প্রভৃতি অত্যাচারী দানবকে বিষ্ণু নিধন করেছেন। পৃথিবীকে দানবের অত্যাচার থেকে মুক্ত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিষ্ণুপূজার গুরুত্ব অসীম। বিষ্ণু স্মরণে সব পাপ মুছে যায়, হৃদয়ে আসে অনাবিল শান্তি ও পবিত্রভাব। মানুষের পরিত্রাণকারী ও হিতকারী বিষ্ণুর উপাসক ও ভক্ত সংখ্যা অগণিত।

শিব

শিবের পরিচয়: শিবের সাধারণ পরিচয় ধ্বংসের দেবতা হিসাবে। ঈশ্বর নিজেকে শিব দেবতা রূপে সৃষ্টি করেছেন জীবের শত্রু, রোগ, ব্যাধি ইত্যাদিকে ধ্বংস করার জন্য। এ সকল ধ্বংস করে শিব প্রকৃতপক্ষে জীবের উপকার সাধনই করে থাকেন। আসলে শিব মঙ্গলের দেবতা। শিব শব্দের অর্থই হল মঙ্গল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব দেবতাদের মধ্যে অন্যতম। এঁদেরকে ত্রিমূর্তি বলা হয়। এঁরা একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে পৃথিবীতে কর্মরত থাকেন। শিবের অনেক নাম। যেমন রুদ্র, ভব, হর, ঈশাণ, মহাদেব ইত্যাদি।

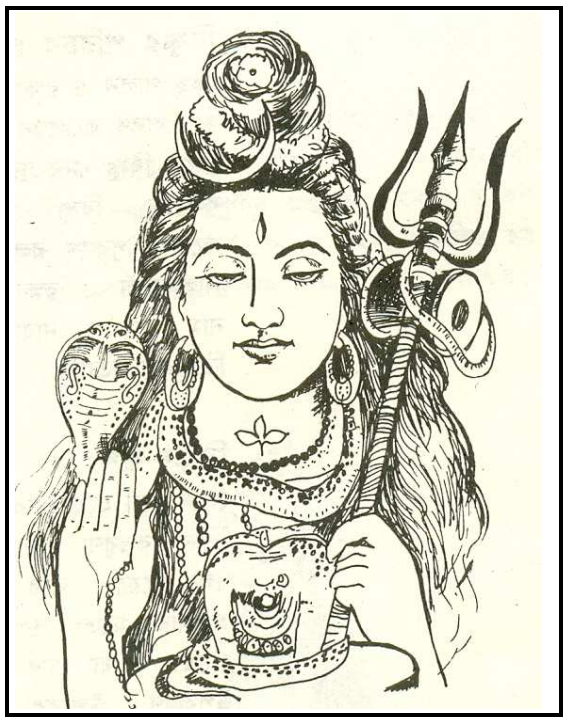

চিত্র ৫: শিব

শিবের রূপ: শিবের দেহের বর্ণ তুষারের মতো সাদা। মাথায় জটা। চোখ তিনটি। একটি ঠিক কপালের মাঝখানে। জটার এক পাশে বাঁকা চাঁদ। হাতে ডমরু, শিঙ্গা ও ত্রিশূল। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও সাপ। পরণে বাঘের চামড়া। তাঁর বাহন হলো ষাঁড়।

শিবের পূজা: সকল পূজার সময় শিবের পূজা করা হয়। তবে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে সাড়ম্বরে তাঁর পূজা হয়। বেল পাতা শিবের খুব প্রিয়। ধুতুরা, আকন্দ ফুলও তিনি ভালবাসেন। তিনি অল্পেই তুষ্ট হন। তাই তাঁর আরেক নাম আশুতোষ। শিবকে মূর্তিতে বা বিশেষ একটি প্রতীকে পূজা করা হয়। শিবের উপাসকদের শৈব বলা হয়।

শিবের মাহাত্ম্য: শিব ধ্বংসের মাধ্যমে কল্যাণ সাধন করা ছাড়াও অনেক মহৎ কাজ করেন। তিনি নৃত্য ও অভিনয়ে দক্ষ। তাই তাঁর নাম নটরাজ। চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত বলে তাঁর নাম বৈদ্যনাথ। দেবতা ও দৈত্য মিলে সমুদ্র মন্থন করে অমৃতের সন্ধানে। মন্থনে প্রথমে বিষ ওঠে। এই বিষ শিব ধারণ করেন কণ্ঠে। এ জন্যে তাঁকে নীলকণ্ঠ বলা হয়। শিব শস্যেরও দেবতা।

সারাংশ

পুরাণে বর্ণিত দেবদেবীরাই পৌরাণিক দেবদেবী। এদের মূর্তি তৈরী করে পুজা করা হয়, শিব, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, কালী ইত্যাদির নিত্য পূজা হয়।

ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা। দেহের বর্ণ দুধে, আলতা, দেহে চার হাত ব্রহ্মার বাহন হাঁস। ব্রহ্মার পূজা হয় লাল ফুল দিয়ে। পূজায় ঢাকের বাদ্য নিষিদ্ধ।

সৃষ্টির পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই ঈশ্বরের বিষ্ণরূপ প্রহণ। বিষ্ণুর দেহের বর্ণ রূপালি চাঁদের আলোর মতো। বিষ্ণুর চার হাত। বিষ্ণুর বাহন গরুড়। তিনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করেন। সব দেবদেবীর পূজা কালে বিষ্ণুর পূজা হয়। বিষ্ণুর উপাসকদেও বৈষ্ণব বলা হয়।

শিব অর্থ মঙ্গল। শিব জীবের শত্রু ও রোগ ব্যাধি বিনাশ করেন। তাঁর দেহ তুষার বর্ণের। মাথায় জটা, পরণে বাঘের ছাল। সকল পূজায় শিবের পূজা হয়। ষাড় তাঁর বাহন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে একত্র 'ত্রিমুর্তি' বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন যুগে দেবদেবীর মূর্তি পূজা শুরু হয়?
ক. বৈদিক যুগে খ. পৌরাণিক যুগে
গ. দানব যুগে ঘ. মৌর্য যুগে।

২। ব্রহ্মা কিসের দেবতা?
ক. শক্তির খ. সম্পদের
গ. সৃষ্টির ঘ. বিদ্যার।

৩। ব্রহ্মার মুখ কয়টি?
ক. এক খ. দুই
গ. তিন ঘ. চার।

৪। বিষ্ণুর উপাসকদের কি নামে ডাকা হয়?
ক. শৈব খ. বৈষ্ণব
গ. শাক্ত ঘ. গাণপত্য।

৫। বিষ্ণুর চক্রের নাম কি?
ক. সুদর্শন খ. সুলোচন
গ. সুনেত্র ঘ. সুভাষণ।

৬। শিব মানে কি?
ক. ধ্বংস খ. সৃষ্টি
গ. মঙ্গল ঘ. আনন্দ।

৭। শিবের দেহের বর্ণ–
ক. তুষারের মতো খ. ধূলোর মতো
গ. কালির মতো ঘ. ছাইয়ের মতো।

৮। শিবের পরণে–
ক. বাঘের চামড়া খ. হরিণের চামড়া
গ. মহিষের চামড়া ঘ. হাতির চামড়া।

পাঠ ৫.৩

পৌরাণিক দেবদেবী: দুর্গা, গণেশ ও মনসা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দুর্গা, গণেশ ও মনসার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- দুর্গা, গণেশ ও মনসার পূজার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- দুর্গা, গণেশ ও মনসার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

দুর্গা

দুর্গার পরিচয়: বিশ্বের সকল শক্তির মিলিত রূপ হল দেবী দুর্গা। ঈশ্বরের এই শক্তি মাতৃরূপে প্রকাশিত। দুর্গতিনাশিনী বা দুর্গম নামের অসুর বিনাশ করেছেন বলে তিনি দুর্গা নামে পরিচিত। দুর্গার অনেক নাম। মহামায়া, ভগবতী, চণ্ডী, মহিষমর্দিনী, শূলিনী, জগদ্ধাত্রী, কাত্যায়নী ইত্যাদি।

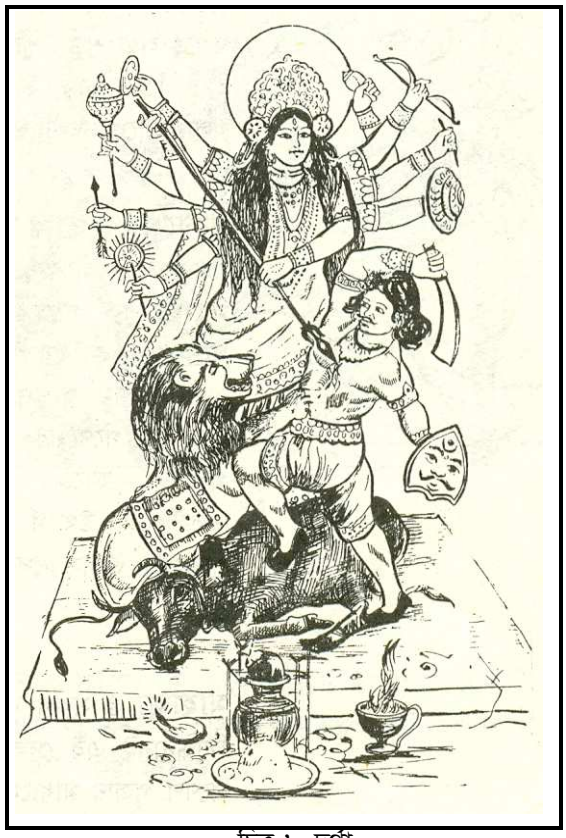

চিত্র ৬: দুর্গা

দুর্গার রূপ

দুর্গার দেহের বর্ণ অতসী ফুলের মতো হলুদ। পূর্ণিমার চাঁদের মতো তাঁর মুখমণ্ডল। ত্রিনয়নী। একটি চোখ কপালের মাঝখানে। মাথার এক পাশে বাঁকা চাঁদ। তাঁর দশ হাত। তাই তাঁর আরেক নাম দশভুজা। দশ হাতে থাকে দশখানা অস্ত্র। সিংহ তাঁর বাহন। দুর্গাকে দেখি যুদ্ধের সাজে। মহিষাসুর বধকালে তিনি এই সাজে সজ্জিত হয়েছিলেন।

দুর্গাপূজা: শরৎকালেই দুর্গাপূজা হয়। এ কারণে দুর্গাপূজাকে শারদীয় পূজাও বলা হয়। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্র পক্ষের যষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত এই পূজাকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। তিথির হেরফেরেও কোন কোন বছর এই পূজা কার্তিক মাসেও হয়ে থাকে। বসন্তকালেও দুর্গাপূজা হয়। একে বলা হয় বাসন্তী পূজা। বাসন্তী পূজা শারদীয়া পূজার তুলনায় সংখ্যায় বেশ কম। পূজা হয় প্রতিমায় বা প্রতীকী ঘটে। দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব।

দুর্গার মাহাত্ম্যঃ পৃথিবীর জীব ও জগতের মধ্যে যে মায়া বা আকর্ষণ তা দুর্গারই সৃষ্টি। এ জন্যে তাঁর নাম মহামায়া। দুরাচারী ও অধর্মচারীকে দুর্গা বিনাশ করেন এবং ধার্মিককে রক্ষা করেন। তিনি সর্বমঙ্গলা। যে যা-ই তাঁর কাছে প্রার্থনা করুক, তুষ্ট হলে তিনি তাকে তা প্রদান করেন। দেবী দুর্গা আমাদেরকে বিপদে সাহস জোগান, বিপদ থেকে মুক্ত করেন। অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবিধান করার সময় দেবী দুর্গা আমাদের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করেন।

গণেশ

গণেশের পরিচয়ঃ সিদ্ধিদাতা গণেশ। শুভকাজে, নববর্ষে, ব্যবসা বাণিজ্য সফল হওয়ার জন্য গণেশকে স্মরণ করা হয়। পূজা করা হয়। ঈশ্বর গণেশ রূপে মানুষের সর্বকর্মসিদ্ধিতে সহায়তা দান করেন। গণেশের অনেক নাম। যেমন গজানন, গণপতি, হেরম্ব, বিনায়ক ইত্যাদি।

গণেশের রূপঃ গণেশের দেহ মানুষের দেহের অনুরূপ, কিন্তু মাথা হাতির মাথার মতো। তাতে লম্বা শুঁড়। শুঁড়ের পাশে বেরিয়ে থাকা একটি লম্বা দাঁত। দেহের বর্ণ গাঢ় লাল। চার হাত, তিন চোখ, উদর স্ফীত, দেহ একটু বেঁটে। চার হাতে থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। গলায় থাকে উপবীত। গণেশের বাহন ইঁদুর।

গণেশের পূজাঃ দুর্গা পূজার সময় গণেশের পূজা হয়। ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্থ তিথিতে গণেশের পূজা হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থীর নাম গণেশ চতুর্থী। দক্ষিণ ভারতে গণেশের সাড়ম্বর পূজা প্রচলিত আছে। গণেশ পূজায় তুলসীপত্র উৎসর্গ করা নিষেধ। গণেশের উপাসকদের গাণপত্য বলা হয়।

মাহাত্ম্যঃ সকল কাজে সাফল্য বা সিদ্ধিদানই এই দেবতার মূল কাজ। গণেশ পূজার মাধ্যমে মানুষ সিদ্ধি ও বিত্ত-বৈভবের জন্য প্রার্থনা করে। সিদ্ধিদাতা গণেশ তুষ্ট হলে মানুষ সর্বকাজে সফলকাম হয়।

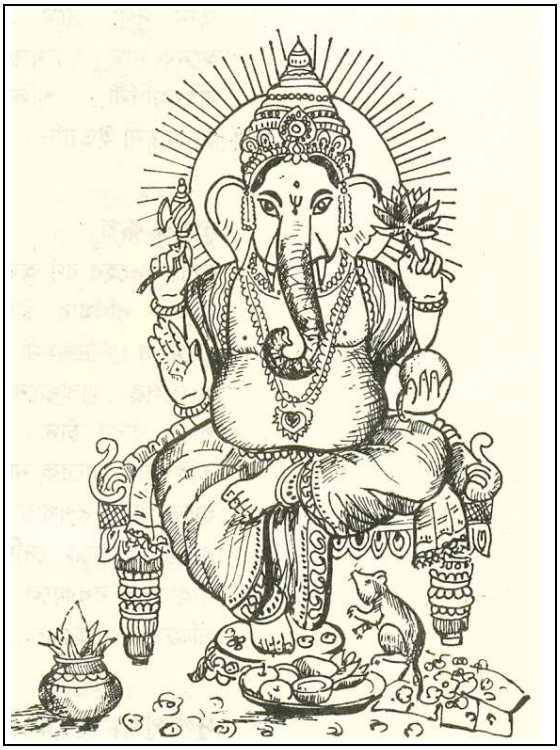

চিত্র ৭: গণেশ

মনসা

মনসার পরিচয়: মনসা লৌকিক দেবী। মনসা সর্পের দেবী হিসাবেই পরিচিত। কেউ কেউ এঁকে কৃষির দেবীও বলে থাকেন। পুরাণ মতে, তিনি জরুৎকারু মুনির স্ত্রী, আস্তিকের মা ও বাসুকীর বোন। ব্রহ্মার উপদেশে ঋষি বশিষ্ঠ সর্পমন্ত সৃষ্টি করেন এবং তাঁর তপস্যার দ্বারা সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মনসার আবির্ভাব ঘটে। মন থেকে সাকার রূপ লাভ করার জন্যেই তাঁর নাম হয়েছে মনসা।

মনসার রূপ: মনসা দেবীর দেহের রঙ ফর্সা। চন্দ্রের মতো সুন্দর ও প্রসন্ন মুখমণ্ডল। ভোরের সুর্যের লাল রঙের মতো রঞ্জিত তার পরিধেয় বসন। সোনার অলংকারে সজ্জিতা। দেহে জড়িয়ে থাকে সাপ। স্মিত হাস্যমুখে তিনি হাঁসের উপর উপবিষ্ট।

চিত্র ৮: মনসা

মনসার পূজা

আষাঢ় মাসের নাগ পঞ্চমী তিথিতে মনসা পূজার আয়োজন করা হয়। এই মাসের পূর্ণিমার পর যে পঞ্চমী তাই-ই নাগ পঞ্চমী।

নাগ পঞ্চমী তিথিতে বাড়ীর আঙিনায় সিজ গাছ স্থাপন করে তাতে মনসার পূজা হয়। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী পর্যন্ত মনসা দেবীর পূজা করার বিধান রয়েছে।

এই সময়কালে হিন্দু সম্প্রদায় সাপ হত্যা থেকে বিরত থাকে।

মনসার মাহাত্ম্য: মনসা দেবীর পূজা করলে সাপের ভয় থাকে না। মনসা দেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক উপাখ্যান রচিত হয়েছে। এর মধ্যে মনসার ভাসান অন্যতম। এই উপাখ্যানে মনসা দেবীর পূজা না করার ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

সারাংশ

দুর্গা ঈশ্বরের সকল শক্তির মাতৃরূপ। তিনি দুর্গতিনাশিনী। দুর্গার দশ হাতে দশটি অস্ত্র। সিংহ তার বাহন। তিনি অসুর ও অধার্মিককে বিনাশ করেন এবং ধার্মিককে রক্ষা করেন।

গণেশকে সিদ্ধিদাতা দেবতা বলা হয়। তাঁর দেহ মানুষের মতো হলেও মাথা হাতির মতো। দেহের বর্ণ লাল। বাহন ইদুঁর। দুর্গা পূজার সময় গণেশেরও পূজা হয়।

মনসা সাপের দেবী। আষাঢ় মাসের নাগ পঞ্চমী থেকে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পঞ্চমী পর্যন্ত তাঁর পূজা হয়। তাঁকে পূজা করলে সাপের ভয় থাকে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দুর্গার দশ হাতে অস্ত্র থাকে–
ক. পাঁচটি খ. সাতটি
গ. দশটি ঘ. বারটি।

২। দুর্গার গায়ের বর্ণ–
ক. অতসী ফুলের মতো হলুদ খ. সাদা
গ. কালো ঘ. লাল।

৩। সিদ্ধিদাতা কোন দেবতাকে বলা হয়?
ক. শিব খ. গণেশ
গ. কার্তিক ঘ. বিষ্ণু।

৪। গণেশের দেহের বর্ণ-
ক. গাঢ় লাল খ. গাঢ় নীল
গ. গাঢ় সবুজ ঘ. গাঢ় হলুদ।

৫। কোন বৃক্ষে মনসার পূজা করা হয়?
ক. বিল্ব খ. আম্র
গ. তুলসী ঘ. সিজ।

৬। গণেশের বাহন কি?
ক. ইদুঁর খ. বিড়াল
গ. খরগোশ ঘ. বেজী।

৭। মনসা দেবীর পূজা করলে কিসের ভয় থাকে না?
ক. বাঘের ভয় থাকে না খ. সাপের ভয় থাকে না
গ. হাতীর ভয় থাকে না ঘ. সিংহের ভয় থাকে না।

আ) রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। অগ্নি দেবতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। [পাঠ- ১ থেকে লিখুন]
২। ঊষা দেবীর বিস্তারিত বর্ণনা দিন। [পাঠ- ১ থেকে লিখুন]
৩। ব্রহ্মার রূপ ও পূজার বর্ণনা দিন। [পাঠ- ২ থেকে লিখুন]
৪। বিষ্ণুর রূপ ও পূজার বর্ণনা দিন। [পাঠ- ২ থেকে লিখুন]
৫। শিবের পরিচয় দিন এবং তাঁর রূপ বর্ণনা করুন। [পাঠ- ২ থেকে লিখুন]

৬। দুর্গার রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন। [পাঠ- ৩ থেকে লিখুন]
৭। গণেশের রূপ এবং পূজার বর্ণনা দিন।
[পাঠ- ৩ থেকে লিখুন]
৮। মনসার পরিচয় এবং পূজার বর্ণনা দিন।
[পাঠ- ৩ থেকে লিখুন]

ই) সংক্ষেপে উত্তর দিনঃ

(ক) ইন্দ্রের বর্ণনা দিন।
(পাঠ- ১ থেকে লিখুন)
(খ) ব্রহ্মার পরিচয় ও মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।
(পাঠ- ২ থেকে লিখুন)
(গ) বিষ্ণুর পরিচয় দিন।
(পাঠ- ২ থেকে লিখুন)
(ঘ) বিষ্ণুর কৃতিত্ব ও প্রভাব বর্ণনা করুন।
(পাঠ- ২ থেকে লিখুন)
(ঙ) শিবের মাহত্ম্য বর্ণনা কবুন।
(পাঠ- ২ থেকে লিখুন)
(চ) দুর্গার পরিচয় দিন।
(পাঠ- ৩ থেকে লিখুন)
(ছ) দুর্গার পূজার বর্ণনা দিন।
(পাঠ- ৩ থেকে লিখুন)
(জ) মনসার রূপের বর্ণনা দিন।
(পাঠ- ৩ থেকে লিখুন)

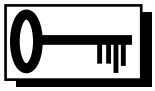

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.১
১. গ; ২. খ; ৩. গ; ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.২
১. খ; ২. গ; ৩. ঘ; ৪. খ; ৫. ক; ৬. গ; ৭. ক; ৮. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৩
১. গ; ২. ক; ৩. খ; ৪. ক; ৫. ঘ